একক : ১৮ ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্য

গঠন

১৮.০ উদ্দেশ্য

১৮.১ প্রস্তাবনা

১৮.২ মূল পাঠ (১ম অংশ)

১৮.৩ ১ম অংশের সারাংশ

১৮.৪ মূল পাঠ (২য় অংশ)

১৮.৫ ২য় অংশের সারাংশ

১৮.৬ মূল পাঠ (৩য় অংশ)

১৮.৭ ৩য় অংশের সারাংশ

১৮.৮ সারসংক্ষেপ

১৮.৯ নির্বাচিত পাঠ্য

১৮.১০ উত্তর সংকেত

১৮.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ার পর আপনি যে সব বিষয়ে জানতে পারবেন তা হল :

- ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান অঞ্চলের নৃত্য 'শাস্ত্র'এর আলোচনা।
- ভরতনাট্যম্, কথাকলি, মণিপুরী, ওড়িশী, কত্থক, কুচিপুড়ি— নৃত্যগুলি সম্পর্কে জানতে পারা।

১৮.১ প্রস্তাবনা

আমাদের এই ভারতবর্ষে, প্রাচীনকাল থেকেই নিষ্ঠার সঙ্গে নৃত্যচর্চা হয়ে আসছে বলে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের যে সব নৃত্যশৈলীর বিকাশ ঘটেছে তার মূলে রয়েছে নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত কিছু মৌলিক নীতি। নাট্যশাস্ত্রের রচয়িতা এই শিল্পের দুটি দিকের কথা উল্লেখ করেছেন। (১) প্রেরণা, (২) বহিঃ প্রকাশ। আমাদের ভারতবর্ষে বর্তমানে যেসব নৃত্য প্রচলিত আছে তাদেরকে আমরা প্রধানত দুটিভাগে ভাগ করতে পারি। একটি লোকনৃত্য অপরটি হ'ল শাস্ত্রীয় নৃত্য। বর্তমানে আমাদের

আলোচ্য বিষয় শাস্ত্রীয় নৃত্য। আমাদের দেশে এই নৃত্যের প্রচলন প্রাচীন কাল থেকে থাকলেও পরবর্তীকালে কিছু ঐতিহাসিক কারণে এই নৃত্য প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল। আধুনিক কালে ভারতে এই নৃত্যকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়েছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের চেষ্টায় ও পৃষ্ঠপোষকতায়। এই শাস্ত্রীয় নৃত্য সমূহের সবিশেষ আলোচনা এই স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। তাই এখানে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছয় প্রকার শাস্ত্রীয় নৃত্য সম্পর্কে সাধারণভাবে ধারণা দেবার প্রয়াস করা হয়েছে মাত্র।

১৮.২ মূল পাঠ— (১ম অংশ)

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে নিষ্ঠার সঙ্গে নাচের চর্চা হয়ে আসছে বলে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভরতমুনি 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থখানি রচনা করেন। পুরাণে কথিত আছে যে, ইন্দ্র এবং আরও কয়েকজন দেবতা ব্রহ্মাকে এমন একটি প্রমোদ সৃষ্টি করতে অনুরোধ করেন যে যা শোনা ও দেখা যায়। ব্রহ্মা তখন চার বেদ থেকে নানা উপাদান সংগ্রহ করে এক নূতন নাট্যবেদ রচনা করেন। তিনি ঋক্‌বেদ থেকে কথা যজুর্বেদ থেকে মুদ্রা, সামবেদ থেকে রাগ এবং অথর্ব বেদ থেকে স্বাদ আহরণ করেছিলেন। পুরাণে আরো বলা হয়েছে যে শিব বিশ্বের প্রথম নাচ নেচেছিলেন, এইজন্যই শিবের অপর নাম নটরাজ। * ভারতমুনি দ্বারা রচিত 'নাট্যশাস্ত্রের' কিছু মৌলিক নীতির উপর ভিত্তি করে ভারতীয় নাচের রীতি গড়ে উঠেছে তাতে নৃত্যকে তিনটি রূপে কল্পনা করা হয়েছে : নৃত্ত, নৃত্য এবং অভিনয়। নৃত্ত বলতে বোঝায় দেহভঙ্গী-সর্বস্ব, তার সঙ্গে ভাবের কোন সংযোগ নেই। নৃত্তে দেখা যায় তাল লয়ের প্রাধান্য। নৃত্যে তাই মনের ভাবের প্রকাশ যা মানসিক অনুভূতিকে প্রকাশ করে। নৃত্যে আমরা তাল লয়, রস ও সর্বোপরি ভাব-এর সব কিছুকেই পাই। নৃত্যে শিল্পী নিজে দেহভঙ্গীকে চিত্রকল্প রচনা ক'রে ভাবাবেগকে বিভিন্ন ছন্দে ছন্দায়িত করে তোলে। এক কথায় বলতে গেলে নৃত্যে 'ভাবাশ্রয়' আর নৃত্তে 'তাললয়াশ্রয়'। আর অভিনয় কাহিনী বলে, সেখানে একটি সমগ্র নাট্যকে 'নৃত্যে রূপ দেওয়া হয়। অভিনয়ে পাই বাক্যার্থাভিনয়। বাচনভঙ্গীই প্রধান। কিন্তু নৃত্তে বা নৃত্যে দেহভঙ্গীর প্রাধান্য। ভরতনাট্যম্ ও কথক নৃত্ত শ্রেণীর, মণিপুরী নৃত্যশ্রেণীর আর কথা কলি অভিনয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই শ্রেণী বিভাগের ভিত্তি হ'ল ভাব, রস, তত্ত্ব। এর দুটি দিক আছে: একটি হ'ল অন্তরের দিক, অপরটি হল বাহিরের দিক। একটি প্রেরণা অপরটি তার বহিঃপ্রকাশ। অন্তরের প্রেরণা হল 'ভাব' এবং বাহিরের প্রকাশ হল 'রস। ভাবের সঙ্গে শিল্পীর সম্পর্ক আর রসের সঙ্গে শিল্পী ও শিল্পরসিক উভয়েরই সম্পর্ক।

শাস্ত্রীয় নৃত্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল হস্তমুদ্রার প্রয়োগ। অভিনয়ের বাচিক অঙ্গের অভাব পুরণের জন্যই তার প্রয়োগ প্রচলিত হয়েছে। তার সাহায্যে নৃত্যশিল্পী হাত দিয়ে কথা বলতে পারেন। কথাকলি অভিনয়শ্রেণীর নৃত্য হওয়ায় তার মুদ্রার

* ভরতমুনি অবশ্য ব্রহ্মারচিত নাট্যবেদের অনুসরণে তার নাট্যশাস্ত্র রচনার কথা উল্লেখ করেছেন।

প্রয়োগ খুবই বেশী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যে নৃত্যের সঙ্গে কণ্ঠসঙ্গীত পরিবেশিত হওয়ার ব্যবস্থা থাকাতে মুদ্রা প্রয়োগের সুযোগ সীমিত।

প্রাগৈতিহাসিক কালেও মনের আনন্দ ও উচ্ছ্বাস প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে নাচের প্রচলন ছিল বলে বিভিন্ন গুহাচিত্রে প্রমাণ পাওয়া যায়। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই আদিম অধিবাসীদের নাচ, গান ও জীবন। যাত্রার মধ্যে এক আশ্চর্য রকমের মিল দেখা যায়। এতে প্রমাণ হয় যে, পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলের সভ্যতা একই স্তরের মধ্য দিয়ে বিকাশের পথে এগিয়ে গেছে আদিম যুগে মানুষের জীবনে, চিন্তায় কর্মে যাদু ও অতিপ্রাক্ বিশ্বাসের প্রাধান্য ছিল। মানুষ অজ্ঞতা, ভয় ও বিস্ময় থেকে প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন দেবতা, অপদেবতা মনে করত। তাদের সন্তুষ্ট করার জন্য যাদু ও তন্ত্রমন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করত। এই যাদুকে আশ্রয় করেই জীবন চর্চার অন্যতম (অঙ্গরূপে-নৃত্যকলা গড়ে ওঠে। আদিম যুগের নৃত্যকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়। (ক) সামাজিক (খ) ধর্মমূলক। সামাজিক নৃত্যে আমরা দেখতে পাই জন্ম, বিবাহ, যুদ্ধ এইসব অনুষ্ঠানের সময়ে এবং ধর্মমূলক নৃত্যে দেখতে পাই দেবতা, অপদেবতা পূজা, শিকালর, শষ্য উৎপাদন, বৃষ্টি আমন্ত্রণ, রোগনিরাময়, মৃতআত্মার আবাহন ইত্যাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। তাই নৃত্যকলা মানুষের প্রাচীনতম শিল্প। মানুষের সৌন্দর্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের সাথে সাথে নৃত্য শৈলীর ও বিকাশলাভ ঘটে এবং ক্রমশ নৃত্য রাজসভার এক অপরিহার্য অনুষ্ঠানরূপে পরিগণিত হয়। কিন্তু এই শিল্প শুধু অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। কৃষক বা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে নাচের প্রভাব কোন অংশেই কম ছিল না। আর তাদের উৎসাহে উদ্ভব হ'ল নানা প্রকারের পল্লী নৃত্যের। দক্ষিণ ভারতের মন্দিরে দেবদেবীর পুজোয় দেবদাসীরা খুবই উন্নত ধরনের চান পরিবেশন করতেন। বারবার বিদেশী অভিযানের ফলেও স্ত্রীলোকদের স্বাধীনতায় বাধা পড়াতে ভারতীয় নৃত্যশিল্পকে এক বিষম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিছু কিছু সন্দেহভাজন লোকেদের হাতে পড়াতে এই প্রাচীন শিল্প ক্রমশ কলুষিত হয়ে ওঠে। পেশাদার নাচুনীদের সংস্পর্শে থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে রাখার জন্য ভদ্রপরিবারের ছেলেমেয়েরা এই শিল্পকেই পরিত্যাগ করল। আধুনিক ভারতে এই পুরোনো শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতবর্ষে এই শিল্পের যে পুনর্জন্ম লাভ হয়েছে তার জন্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অবদান অতুলনীয়। শান্তিনিকেতনে তাঁর নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃত্যচর্চা আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে সম্ভ্রান্ত সমাজে নাচের নিন্দা কমেছে। নৃত্য শিক্ষার্থীরা আস্তে আস্তে প্রকাশ্যে অভিনয় শুরু করার সাথে সাথে ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যের যেন নবজন্ম লাভ হ'ল।

ভারতবর্ষে যেসব নৃত্য প্রচলিত আছে সেগুলিকে প্রধানত দুটিভাগে ভাগ করা যায়। একটি 'মার্গী'— যে নাচ বিশেষ শাস্ত্রীয় নিয়ম অবলম্বন করে পরিবেশিত হয়, অপরটি হল 'দেশী'— যে নাচ বিশেষ কোন শাস্ত্রীয় নিয়মে পরিবেশিত হয়

না। সাধারণভাবে মার্গী নৃত্য শিক্ষিত সমাজে ও দেশী নৃত্য অশিক্ষিতসমাজে প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে এই দুই প্রকার নৃত্য যথাক্রমে শাস্ত্রীয় নৃত্য ও লোকনৃত্য নামধারণ ক'রে আধুনিক ভারতে প্রসার লাভ করেছে।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথমপাদে শাস্ত্রীয় নৃত্যগুলো এক বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সম্ভ্রান্ত সমাজে এর বিশেষ স্থান ছিল না। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় কলা ও সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারের চেষ্টা আরম্ভ হল এবং সম্ভ্রান্ত সমাজে নৃত্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা আরম্ভ হল। এই প্রয়াস ও প্রচেষ্টার প্রথম প্রবর্তক ছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯১৭ সালে মণিপুরী রাসনৃত্যকে 'মণিপুরীনৃত্য' নামকরণ করে বহির্জগতের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কেরালার একজন বিশিষ্ট কবি ভল্লাথোল ১৯৩১ সালে 'কেরেলা কলামন্ডলম' স্থাপন করেন এবং কথাকলি নৃত্যের উন্নতিসাধনে সচেষ্ট হ'য়ে এই নৃত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হন। মাদ্রাজের শ্রীকৃষ্ণ আয়ার সমাজের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও অক্লান্ত পরিশ্রম করে রুক্মিনী দেবীর সহায়তায় 'দাসী আট্টম' বা দেবদাসী নৃত্যকে মার্জিত করে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেন। ভারতে বর্তমানে ভরতনাট্যম, কথক, মণিপুরী, ওড়িশী এবং কুচিপুড়ি নৃত্য শাস্ত্রীয় নৃত্যে স্থানলাভ করেছে।

১৮.৩ সারাংশ

প্রাচীন কাল থেকেই যে ভারতবর্ষে নিষ্ঠার সঙ্গে নাচের চর্চা হয়ে আসছে ভরতমুনি রচিত [উল্লেখিত কিছু ছাড় আছে] ওনার আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে কেরেলার কবি ভল্লাথোল 'কেরেলা কলামন্ডলম' স্থাপন করেন। মাদ্রাজের শ্রীকৃষ্ণ আয়ারের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও রুক্মিনীদেবীর নৃত্যনিপুণতায় 'দাসী আট্টম' বা দেবদাসী নৃত্য মার্জিত হয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান ভারতবর্ষে ছয় প্রকারের শাস্ত্রীয় নৃত্য প্রচলিত আছে। যথা : (১) ভারতনাট্যম (২) কথাকলি (৩) মণিপুরী (৪) ওড়িশী (৫) কুচিপুড়ি।

অনুশীলনী— ১

নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন।

১] নিচের প্রশ্নগুলোর সম্ভাব্য উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন। উত্তর সংকেত : ৭৪ পৃষ্ঠায়।

(ক) নৃত্যশিল্পের স্রষ্টা কে ?

(ক) ইন্দ্র

(খ) ব্রহ্মা

(গ) ভরত

(ঘ) শিব

(খ) কিসের উপর ভিত্তি ক'রে শাস্ত্রীয় নৃত্যরীতি গ'ড়ে উঠেছে ?

(ক) নাট্যশাস্ত্র

(খ) দাসী আট্টম

(গ) লোকনৃত্য

(ঘ) গুহাচিত্র

(গ) 'নৃত্ত', 'নৃত্য', 'অভিনয়' এই তিনশ্রেণীর নৃত্য কিসের উপর আধারিত ?

(ক) নৃত্যশৈলী

(খ) নৃত্যনিপুণতা

(গ) ভাবরসতত্ত্ব

(ঘ) দেহভঙ্গী

(ঘ) সামাজিক নৃত্য আমরা কোন ধরনের অনুষ্ঠানে দেখতে পাই ?

(ক) যুদ্ধবিষয়ক

(খ) অপদেবতা পূজা

(গ) শষ্য উৎপাদন

(ঘ) রোগ নিরাময়

(ঙ) প্রাচীন নৃত্যশিল্প বিপর্যয়ের সম্মুখীন হওয়ার কারণ কি ?

(ক) পেশাদার নাচুনীর অভাব

(খ) দেবদাসী নৃত্য বন্ধ হওয়া

(গ) অনুন্নত শিল্প চিন্তা

(ঘ) বিদেশী আক্রমণ

২] নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলো 'ঠিক' অথবা 'ভুল' নির্দিষ্ট জায়গায় টিক (√) চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করুন :

	ঠিক	ভুল
(ক) 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থখানির প্রণেতা ব্রহ্মা।	☐	☐
(খ) চারবেদের উপাদানে গঠিত নাট্যশাস্ত্র।	☐	☐
(গ) ভরতমুনি নৃত্যচর্চা করতেন বলে তাকে নটরাজ বলা হয়।	☐	☐
(ঘ) 'নৃত্ত' হলো তাললয়াশ্রিত নৃত্যশৈলী।	☐	☐
(ঙ) অভিনয়ে দেহভঙ্গীর প্রাধান্যই উল্লেখযোগ্য।	☐	☐
(চ) মন্দিরের নৃত্য থেকে লোকনৃত্যের উৎপত্তি।	☐	☐

(ছ) আধুনিক কালে নৃত্যকে পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব হয়েছে রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায়। ☐ ☐

(জ) কথাকলি অভিনয় শ্রেণীর নৃত্য। ☐ ☐

(ঝ) নৃত্যের প্রচলন প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। ☐ ☐

(ঞ) রাসনৃত্যকেই মণিপুরী নৃত্য বলা হয়। ☐ ☐

৩] **শূন্যস্থান পূরণ করুন :**

(ক) ব্রহ্মা ঋক্‌বেদ থেকে ..... যজুর্বেদ থেকে ..... সামবেদ থেকে ..... এবং অর্থবেদ থেকে ..... আহরণ করেছিলেন।

(খ) ভারতীয় নাচের রীতি গ'ড়ে উঠেছে ..... মৌলিক নীতির উপর ভিত্তি করে।

(গ) যে নাচ শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে পরিবেশিত হয় না তাকে বলা হয় ..... নৃত্য।

(ঘ) কেরেলার বিশিষ্ট কবি ভল্লাথোল..... স্থাপন করেন।

ঙ) শাস্ত্রে উল্লেখিত নিয়মানুসারে যে নাচ পরিবেশিত হয় তাকে ..... নৃত্য বলা হয়।

১৮.৪ ভরতনাট্যম (মূল পাঠ - দ্বিতীয় অংশ)

কর্ণাটকের অন্ধ্রপ্রদেশ মাদ্রাজ অঞ্চলের মন্দিরে প্রচলিত দাসী আট্টম বা দেবদাসী নৃত্যের নাম ভরতনাট্যম। ভারতের মার্গনৃত্যধারার পূর্ণাঙ্গরূপের শ্রেষ্ঠতম অভিব্যক্তি ভরতনাট্যম্। সাহিত্য, সংগীত, নৃত্যকলা, স্থাপত্য চিত্রকলা সংস্কৃতির বিভিন্ন অংগের সমন্বয়ে ভারতনাট্যম চেতনা সমৃদ্ধ। ভরতনাট্যম্‌কে অনেকে দক্ষিণভারতের আঞ্চলিক নৃত্যধারা বলে মনে করেন। কিন্তু এই ধারণা ভুল। আসলে ভারতনাট্যম একটি নৃত্য ধারা মাত্র নয়, একটি পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্রীয় নৃত্যপদ্ধতি যা অন্যান্য মার্গনৃত্য ধারাতেও অনুসরণ করা হয়ে থাকে। প্রাচীনকালে এই নৃত্য সারাদেশে প্রচলিত ছিল, কিন্তু দক্ষিণভারতে এর প্রসার এবং অনুশীলন হয়েছে বেশী। উত্তরভারতে বারবার বহিঃশত্রুর আক্রমণে এবং পাঁচ শতাব্দী ব্যাপি মুসলমান রাজত্বকালে এই ধর্মভিত্তিক শাস্ত্রীয় নৃতধারার প্রসার ব্যাহত হয় এবং দক্ষিণ ভারতের হিন্দু রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই নৃত্যের বিকাশ অব্যাহত থাকে। ভারতের নৃত্যকলার অন্যান্য ধারা অনুসারে ভরতনাট্যম্ নৃত্যপদ্ধতির মূলভাবধারাও ধর্মভিত্তিক দেবতাকেন্দ্রিক। কিন্তু আজকাল মজলিসে ও মঞ্চেও এই নৃত্য পরিবেশন করা হয়। বর্তমানে ভরতনাট্যম সাধারণভাবে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত : যেমন— আল্লারিপু, যতিস্বরম্, শব্দম্, বর্ণম্, কদম ও তিল্লানা।

(ক) আল্লারিপু ভরতনাট্যম্ অনুষ্ঠানের প্রথম নৃত্য। এই পর্যায়ে অঙ্গপ্রতঙ্গকে

বিশুদ্ধ নৃত্যের জন্য দেহভঙ্গীর সুষমসৌন্দর্যের পুষ্পিত ও প্রস্ফুটিত করা হয়। নৃত্যের মাধ্যমে শিল্পী রঙ্গদেবতা, দর্শক ও সঙ্গীত শিল্পী সকলের আশীবাদ প্রার্থনা করে। এই পর্যায়ের নৃত্য প্রদর্শনের জন্য চার/পাঁচ মিনিট সময় লাগে।

(খ) যতিস্বরম্ শোভাসম্পাদক নৃত্তপ্রধান অংশ। দেহ-ভঙ্গীর সঙ্গীতে সুষম-সৌন্দর্য সৃষ্টি করাই এই পর্যায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। এতে দৃষ্টি, গ্রীবা হস্ত ও পাদকর্ম প্রধান এবং বিশেষ কোন ভাব প্রকাশ করতে হয় না।

(গ) শব্দম পর্যায়ে ভক্তিমূলক সঙ্গীতকে অভিনয়-এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করাই নৃত্যের লক্ষ্য। সঙ্গীতের মাধ্যমে দেবতা অথবা রাজার শৌর্য, বীর্য ও মহত্ত্ব বর্ণনা করা হয়। সঙ্গীতের শেষে অভিবন্দনা করে নৃত্যের সমাপ্তি।

(ঘ) বর্ণম্ ভরতনাট্যমের সবচেয়ে জটিল ও আকর্ষণীয় পর্যায়। এতে নাট্য, নৃত্ত ও নৃত্যের সমন্বয় দেখা যায়। ভাব রাগ ও তালযুক্ত এই অনুষ্ঠানে প্রায় এক ঘন্টা সময় লাগে।

(ঙ) কদম পর্যায়ে প্রেমগীতিমূলক পদগুলি অভিনয়ের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়। সঙ্গীতাংশে সাধারণতঃ জয়দেব, পুলন্দর দাস ও ক্ষেত্রেয়া রচিত মধুর পদাবলী পরিবেশিত হয়।

(চ) তিল্লানা ভরতনাট্যমের সর্বশেষ অনুষ্ঠান। ভরতনাট্যম নৃত্য-ধারার ছন্দ, লাস্য, মাধুর্য ও গভীরতার সমন্বয়ের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ এই পর্যায়ে ছন্দিতে হয়।

ভরতনাট্যম অনুষ্ঠানের মূলরস শৃংগার। এই নৃত্যের অন্তর্ভুক্ত তান্ডব ও লাস্য উভয়ই শৃংগার রস থেকে উদ্ভুত। নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই তান্ডব নৃত্যে অধিকার আছে, যদিও পরবর্তীকালে রক্ষণশীল গুরুরা নৃত্যভেদে তান্ডবকে পুরুষের এবং লাস্যকে স্ত্রীলোকের জন্য নির্দিষ্ট করেন। ভরতনাট্যমের অন্যতম প্রধান অঙ্গ সঙ্গীত। মৃতপ্রায় 'দাসী আট্টম'কে মাদ্রাজের শ্রীকৃষ্ণ আয়ার পুনরুদ্ধার করেন এবং শ্রীমতী রুক্মিনীদেবীর নৃত্যনিপুণতায় বর্তমান সমাজে এই নৃত্য ভরতনাট্যম নামে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীমতী বালা সরস্বতী ভরতনাট্যমের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী। আজকালের শিল্পীদের মধ্যে ইন্দ্রাণী রহমান, যামিনী কৃষ্ণমূর্তি, চন্দ্রকলা, কুমারী কমলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কথাকলি

কথাকলি ভারতীয় নৃত্যসমূহের মধ্যে সবচেয়ে নাটকীয়। কথাকলি নৃত্য এক ধরনের মুকাভিনয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে এই নাচের জন্ম হয়। মালাবারের এই নাচের উদ্দীপনা সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। কেরেলার মালাবার অঞ্চল এই নৃত্যের কেন্দ্রস্থল।

কথাকলি প্রায়ই মুক্তাঙ্গনে সারারাত ধরে দল করে নাচ হয়। কথিত আছে যে কোট্টারাকারার রাজা বর কেরলার বর্মা রামের চরিত্রকে নৃত্যের মাধ্যমে পরিবেশন করার জন্য একদল গঠন করেন। তিনি এর নাম রাখেন "রামনাট্যম"। প্রথম অবস্থায় শুধু রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে এই নৃত্য পরিবেশিত হোত বলে রামনাট্যম নামকরণ করা হয়েছিল। কথিত আছে যে ১৬৫৭ খ্রীস্টাব্দে কোষ্টারাকারার গনেশ মন্দিরের সামনে রামনাট্যম সর্বপ্রথম অভিনীত হয়। পরবর্তীকালে পৌরাণিক কাহিনীও এই নৃত্যে স্থান লাভ করে এবং রামনাট্যম নামের পরিবর্তে 'কথাকলি' নাম ধারণ করে।

কথাকলি শিল্পকলা কথাকলি সাহিত্য অপক্ষোও প্রাচীন। এই ভাষা সংস্কৃত ও মালায়ালাম মিশ্রিত। ভারতীয় নৃত্যকলার ইতিহাসে কথাকলি এক প্রাচীন ঐতিহ্য বহনকারী শিল্প যা প্রায় সম্পূর্ণ বিদেশীয় প্রভাব মুক্ত। কথাকলি মূলতঃ দৃশ্যকাব্য, এতে বাদক ও সঙ্গীত শিল্পীর গান মিলিত ভাবেই পরিবেশিত হয়। এই নৃত্য আঙ্গিক, বাচিক, সাত্ত্বিক ও আহার্য এই চাররকমের অভিনয় সমৃদ্ধ। কথাকলি নৃত্য তান্ডব ও লাস্য কোন একটির অন্তর্ভুক্ত নয়। এখানে উভয়ের সংমিশ্রণে পরিলক্ষিত হয়। এই নৃত্যে পারদর্শিতা লাভ করতে হলে তান্ডব ও লাস্য এই দু'রকমের নাচেই পটু হতে হয়। এই নাচে প্রায়ই আপট'শ হস্ত মুদ্রা ব্যবহার করতে হয়। এগুলো ২৪টি মুখ্য মুদ্রার উপমুদ্রা। এই নাচে অভিনয় মুখ্য। তাই হস্তমুদ্রার প্রয়োগের সঙ্গে ভাবের অভিনয় খুবই প্রয়োজনীয়। কথাকলি শিল্পকলার পুনরুদ্ধার ও বিভাগের ক্ষেত্রেই মহাকবি ভাল্লাথোল নারায়ণ মেননের নাম চিরস্মরণীয়।

মণিপুরী

মণিপুর ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত একটি ছোট্ট সুন্দর পাহাড়ে ঘেরা রাজ্য। নাচ গান এই অঞ্চলের লোকেদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

কথিত আছে একবার শ্রীকৃষ্ণ ও রাধা নির্জন স্থানে রাসনৃত্য করেছিলেন। এতো সুন্দর নাচ দেখে শিব পাবর্তীর এরকম নাচবার ইচ্ছা হয়। তাই তাঁরা তাঁদের নৃত্যের স্থান হিসাবে মণিপুরকে বেছে নেন এবং এখানে নৃত্য করেন। সেই থেকেই মণিপুরে রাস নৃত্যের প্রচলন হয়ে আসছে। পরবর্তীকালে খাম্বা ও রাজকুমারী থৈবী শিব পার্বতীর এই নৃত্যকে রূপদান করেন এবং এই নৃত্য 'লাইহারাউবা' নাম ধারণ করেন। এটাই মণিপুরের প্রাচীনতম নৃত্য। 'লাইহারাউবা' বিন্যাস নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। 'লাইহারউবা' এবং উমঙলহিহারাউবা এই দুই শ্রেণীতে লাইহারাউবা নৃত্য নাট্য অনুষ্ঠিত হয়। 'লাইহারাউবা' নৃত্যে তান্ডব ও লাস্য উভয় ধারায় প্রযুক্ত হয়। এই নৃত্য মূলতঃ শৈব নৃত্য হলেও পরবর্তীকালে বৈষ্ণব ধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই নাচের মধ্য রাসনৃত্যের অন্যতম উপদান ভঙ্গী 'পারেভ' এর প্রভাব দেখা যায়। 'লাইহারাউবা'

উৎসবের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানটিকে 'লাই একাউবা' বলে। দ্বিতীয় অংশটিকে বলা হয় 'লাইযেম্বা'। এর পর অনুষ্ঠিত হয় 'লাইকাবা' মানে দেবদেবীর আবির্ভাব। তারপর দেবদেবীকে জাগ্রত করার অভিনয় করা হয়, এই অংশের নাম 'লাইলুম্বা'। বিভিন্ন আঞ্চলিক ধারা অনুসরণ করে লাইহারাউবা নৃত্য উৎসবকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায় : যথা কঙ্গেলি, মৈরাঙ ও চাকপা। মণিপুরের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় লোকগাথা খাম্বাথৈবীর কাহিনী অবলম্বনে লাইহারাউবা উৎসব বহুল প্রচলিত। এটাই মণিপুরের প্রাচীনতম নৃত্য।

মণিপুরী কোন একটা নৃত্যশৈলীর নাম নয়। মণিপুরের ধর্মীয় নৃত্যগুলোকে একত্রে 'মণিপুরী নৃত্য' নামে অভিহিত করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মণিপুরী শৈলীর প্রধান নাচ হ'ল রাসনৃত্য। শাস্ত্রমতে তালরাস, দন্তরাস ও মন্ডলরাস রাসনৃত্যের এই তিনটি প্রধান পর্যায় প্রাচীন কাল থেকেই মণিপুরে প্রচলিত আছে। রাসনৃত্যকে প্রধানত পাঁচভাবে ভাগ করা যায়। যেমন :

(ক) **মহারাস :** এই রাস কার্তিক পূর্ণিমাতে অনুষ্ঠিত হয়। কৃষ্ণ অভিসার, রাধাগোপী অভিসার, কৃষ্ণনৃর্তন, রাধানৃর্তন, গোপিনীদের নর্তন, কৃষ্ণের অন্তর্বীন, প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি কয়েকটি পর্যায়ে মহারাস অনুষ্ঠিত হয়।

(খ) **বসন্তরাস :** এইরাস চৈত্র পূর্ণিমাতে অনুষ্ঠিত হয়। এই পর্যায়ে হোলিখেলা, কৃষ্ণচন্দ্রাবলীর নৃত্য, রাধার ঈর্ষা, ক্রোধ ও প্রস্থান, কৃষ্ণের রাধাসন্ধান, ললিতা ও বিশাখাসহ কৃষ্ণের আধার কুঞ্জে গমন, মানভঞ্জন ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়।

(গ) **কুঞ্জরাস :** এই অনুষ্ঠান আশ্বিন মাসের অষ্টম দিনে হয়। এই অংশে রাধাকৃষ্ণ ও সখীদের অভিসার ও কুঞ্জে আগমন অংশ অভিনীত হয়।

(ঘ) **গোপরাস :**এই রাস কার্তিক মাসে অনুষ্ঠিত হয়। এই অংশের চৈতন্য মহাপ্রভুর বর্ণনা- গীতের পর শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা রূপায়িত হয়। উলুখল রাস ও কার্তিক মাসে অনুষ্ঠিত হয় এতেও কৃষ্ণের বাল্যলীলা রূপায়িত হয়।

(ঙ) **নিত্যরাস :** নিত্যরাস যে কোন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হতে পারে। অভিসার ও রাস অংশই অনুষ্ঠিত হয়।

মণিপুরী নৃত্যে নাটক, নৃত্য শুনৃত্ত— নর্তন কলার এই ত্রিবিধ গুণই রয়েছে। তবে এই নৃত্যে নৃত্তঅংশই প্রধান। শাস্ত্র অনুযায়ী সমভঙ্গ, আভঙ্গ, ত্রিভঙ্গ ও অতিভঙ্গ এই চারপ্রকার ভঙ্গীই এই নাচে প্রদত্ত হয়।

মণিপুরী নৃতের অন্য আর একটি ভাগ হলো চোলম। এতে তালের প্রাধান্য বেশি। মৃদঙ্গ ও করতাল বাজিয়ে সেই ছন্দে ছন্দে নৃত্যকরা চোলমের বিশেষত্ব।

১৮.৫ সারাংশ — (দ্বিতীয় অংশ)

ভরতনাট্যম : কর্নাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ ও মাদ্রাজ অঞ্চলের মন্দিরে প্রচলিত 'দাসী আট্টম' বা দেবদাসী নৃত্যের আধুনিক নাম ভরতনাট্যম্। মার্গ নৃত্যধারার পূর্ণাঙ্গরূপের শ্রেষ্ঠতম অভিব্যক্তি ভরতনাট্যম্। মন্দিরের নাচ থেকে এর উৎপত্তি। সাধারণত একজন স্ত্রীলোক এই নৃত্য পরিবেশন করে। মৃতপ্রায় দাসী আট্টম মাদ্রাজের শ্রীকৃষ্ণ আয়ার পুনরুদ্ধার করেন ও শ্রীমতী রুক্মিনী দেবীর নৃত্যনিপুণতায় বর্তমানে এই নৃত্য ভরতনাট্যম নামে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই নৃত্যকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা : আল্লারিপু, যতিস্বরন্, শব্দম্, বর্ণম্, পদম্ ও তিল্লানা।

কথাকলি : কেরেলার মালাবার অঞ্চলের কথাকলি আজ সারাভারতে তার আপন মহিমায় ছড়িয়ে পড়েছে। ভারতীয় নৃত্যসমূহের মধ্যে এই নৃত্য সবচেয়ে নাটকীয়। কথাকলি অভিনয়ের আগে শুধু রামের চরিত্রকেই দেখানো হতো বলে, এর নাম ছিল রামনাট্যম। এই নৃত্যে তাণ্ডব এবং লাস্য উভয়েরই সংমিশ্রণ দেখা যায়। এই নৃত্যে চব্বিশটি মুখ্য মুদ্রার ব্যবস্থা আছে। কথাকলি নাচে অভিনয় মুখ্য। তাই হস্তমুদ্রার সাথে ভাবের অভিনয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মণিপুরী : মণিপুরী কোনও একটি নৃত্যশৈলীর নাম নয়। মণিপুরের ধর্মীয় নৃত্যগুলোকে একত্রে মণিপুরী নৃত্য নামে অভিহিত করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মণিপুরী শৈলীর প্রধান নাচ হল রাস নৃত্য। পাঁচ প্রকারের রাস নৃত্য আছে। যথা :— মহারাস, বসন্তরাস, কুঞ্জরাস, গোপরাস ও নিত্যরাস। এগুলো সবই রাধাকৃষ্ণের কাহিনী অবলম্বনে পরিবেশিত হয়। তাছাড়া খম্বা ও রাজকুমারী থৈবী শিব ও পার্বতীর নৃত্যকে যে রূপদান করেছেন তাকে বলা হয় লাইহারাউবা। এই নৃত্য মণিপুরের প্রাচীনতম নৃত্য। মণিপুরী নৃত্যের আর একটি ভাগ হ'ল চোলম'। এতে তালেরই প্রাধান্য বেশি। মৃদঙ্গ ও করতাল বাজিয়ে সেই ছন্দে নৃত্য করা চোলমের বিশেষত্ব।

অনুশীলনী-২

নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর হয়ে গেলে ৭৪ পাতার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১] নিচে দেওয়া উত্তরগুলোর মধ্যে সঠিক উত্তরটি (√) চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করুন।

(ক) ভরতনাট্যমের কয়েকটি অংশের মধ্যে

	একটি অংশের নাম—	(ক)	শব্দম।
		(খ)	চোলম।
		(গ)	শ্লোকম।
		(ঘ)	দাসী আট্টম।
(খ)	ভরতনাট্যমের সবচেয়ে জটিল ও		
	আকর্ষণীয় পর্যায়ের নাম	(ক)	তিল্লানা।
		(খ)	পদম।
		(গ)	বর্ণম।
		(ঘ)	যতি স্বরম।
(গ)	ভরতনাট্যমের কোন পর্যায়ে শিল্পী		
	সবার আশীর্বাদ প্রার্থনা করে	(ক)	আল্লারিপু।
		(খ)	শব্দম।
		(গ)	বর্ণম।
		(ঘ)	তিল্লানা।
(ঘ)	কথাকলির প্রাচীন নাম ছিল	(ক)	কৃষ্ণ নাট্যম।
		(খ)	দাসী নাট্যম।
		(গ)	রাম নাট্যম।
		(ঘ)	চোলম।
(ঙ)	কথাকলি কোন শৈলীর নৃত্য	(ক)	তাণ্ডব
		(খ)	লাস্য।
		(গ)	উভয়ের সংমিশ্রণ।
		(ঘ)	কোনটিই নয়।
(চ)	মণিপুরের প্রাচীনতম নৃত্যের নাম	(ক)	রাসনৃত্য।
		(খ)	চোলম।
		(গ)	লাইহারাউবা।
		(ঘ)	থাবল চোংবী।

২] **নিচে দেওয়া বক্তব্যগুলো ঠিক বা ভুল তা নির্দিষ্ট ঘরে √ চিহ্ন দিন।**

	ঠিক	ভুল
(ক) ভরতনাট্যমের প্রাচীন নাম ছিল দেবীদাস নৃত্য।	☐	☐
(খ) ভরতনাট্যম একান্তই দক্ষিণ ভারতের আঞ্চলিক নৃত্য ধারা।	☐	☐
(গ) ভরতনাট্যমের মূল ভাব ধারা দেবতা কেন্দ্রিক।	☐	☐
(ঘ) 'শব্দম' পর্যায়ে প্রেমগীতিমূলক অভিনয় পরিবেশিত হয়।	☐	☐

(ঙ) ভরতনাট্যমের মূল রস শৃঙ্গার। ☐ ☐

(চ) নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই তাণ্ডব নৃত্যে অধিকার আছে। ☐ ☐

(ছ) কথাগুলি একধরনের মুকাভিনয়। ☐ ☐

(জ) কৃষ্ণানদীর তীরে 'কুচি পুড়ি' গ্রামে কথাকলি নৃত্যের জন্ম। ☐ ☐

(ঝ) কথাকলি মূলত দৃশ্য কাব্য। ☐ ☐

(ঞ) কথাকলি নৃত্যে বিদেশী প্রভাবের প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয়। ☐ ☐

(ট) খম্বা ও থৈবী রাধাকৃষ্ণের রূপদান করেন তারই নাম লাইহারাউবা। ☐ ☐

(ঠ) রাসনৃত্য মণিপুরের প্রাচীনতম নৃত্য। ☐ ☐

(ড) নিত্যরাস অংশে চৈতন্য মহাপ্রভুর বন্দনা করা হয়। ☐ ☐

(ঢ) মৃদঙ্গ বা করতাল বাজিয়ে সেই ছন্দে ছন্দে নৃত্য করা চোলমের বিশেষত্ব। ☐ ☐

১৮.৬ (ওড়িশী)

ওড়িশী :

ওড়িশীতে যে শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রচলন হয়ে আসছে তার নাম ওড়িশী। আগে এটা 'ওড্র' নৃত্য নামে পরিচিত ছিল। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর 'ওড়িশী' নামের প্রচলন হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকেই ওড়িশীতে নাচের প্রচলন ছিল বলে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের উদয়গিরির হাতিগুম্ফার একটি ব্রাহ্মী লিপি থেকে কলিঙ্গরাজ খারবেলের নৃত্য গীতি কুশলতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ওড়িশী নৃত্য প্রধানতঃ লাস্য শ্রেণীর। তাই সাধারণত মেয়েরাই এই নাচ পরিবেশন করেন। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মত ওড়িশায়েও দেবদাসী প্রথা প্রচলিত ছিল। জগন্নাথের পূজায় নৃত্য ও সঙ্গীতানুষ্ঠানের উল্লেখ বিভিন্ন পুরাণেও পাওয়া যায়। দেবদাসীদের বলা হত 'মাহারী' এবং পুরুষ 'দেবদাসদের বলা হ'ত গোটি পুত্য'।

শাস্ত্রে বর্ণিত চার রকমের অভিনয়, যথা— আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক এই নাচে দেখা যায়। ওড়িশী নৃত্যের বৈশিষ্ট্য হ'ল এর ভঙ্গি ও লালিত্য, বিশেষ করে ত্রিভঙ্গি এই নাচে প্রাধান্য লাভ করেছে। ত্রিভঙ্গিতে পা, কটি ও গ্রীবা, এই তিন জায়গায় ভঙ্গের সৃষ্টি করা হয়। এই নাচে পায়ের গোড়ালির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। যে চারটি প্রধান পাদভঙ্গির প্রচলন আছে সেগুলো হ'ল— স্তম্ভপাদ, কুম্ভপাদ, মহাপাদ ও ধনুপাদ। তাছাড়া সূচীপাদ ও ত্রৈস্যপাদের ব্যবহারও যথেষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। এই পদভঙ্গিতে যে নৃত্য গীতি সম্পাদিত হয় তাকে 'ভূমি' বলা হয়। এই নাচে অনেক হস্ত মুদ্রার ব্যবহারও আছে। এই নাচের প্রধান অনুষ্ঠানগুলো হ'ল (ক) ভূমি প্রণাম, (খ) বিঘ্নরাজ পূজা, (গ) বটু নৃত্য, (ঘ) ইষ্টদেবতা বন্দনা, (ঙ) স্বর পল্লবী নৃত্য (চ) সাভিনয় নৃত্য ও (ছ) তরিঝম।

এই নৃত্যের প্রথম অনুষ্ঠান ভূমি প্রণাম হচ্ছে মঙ্গলাচরণ সূচক নৃত্য। এতে শিল্পী স্থায়ী ভঙ্গিতে অনুষ্ঠান আরম্ভ করে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গির আশ্রয় নিয়ে বন্দনা সূচক অভিনয় করেন। বিঘ্নরাজ পূজায় রঙ্গবিঘ্ন শান্তির জন্য ভাবাভিনয়ের সঙ্গে সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করা হয়। বটুক ভৈরবের মহিমাপ্রচারের জন্য বটুনৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। গীতগোবিন্দের ভাবাভিনয়ের সঙ্গে প্রদর্শন করা হয় ইষ্টদেবতা বন্দনা। স্বরপল্লবী অনুষ্ঠানে কয়েকটি ললিত ভঙ্গিকে আশ্রয় করে রাগ আলাপ করা হয়। এই অংশটি ওড়িশী নাচের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। সাভিনয় অংশে সাহিত্য, অভিনয় ও সঙ্গীতের সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। তরিঝম নৃত্তপ্রধান অঙ্গ। এই নাচে বিভিন্ন বোল আবৃত্তি করা হয়। এই নৃত্যের জনপ্রিয় শিল্পী হিসেবে শ্রীমতী ইন্দ্রানী হালদার, শ্রীমতী সংযুক্তা পানিগ্রাহী, শ্রীমতী মিনতি দাস, শ্রীমতী জয়ন্তী ঘোষ, শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা মহান্তির নাম উল্লেখ্য।

কত্থক :

বর্তমান কালের একটি জনপ্রিয় নৃত্যধারা কত্থক। কত্থকরা উত্তর ভারতের এক নৃত্যগোষ্ঠী ছিলেন। যদিও ভারতীয় মার্গনৃত্য ধারাগুলি বৈদেশিক প্রভাব থেকে মুক্ত থাকায় প্রয়াস অক্ষুণ্ণ রেখেছে তবু কত্থক নৃত্যে তার উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম দেখা যায়। পূর্বে কত্থক শিল্পীরা রামায়ণ, মহাভারত, পৌরাণিক ও কিংবদন্তীমূলক কাহিনীগুলোকে নাম, অভিনয় ও গানের মাধ্যমে পরিবেশন করতেন। মোগল রাজত্বের সময় এই নাচের অভূতপূর্ব বিকাশলাভ ঘটে। কিন্তু এর আধ্যাত্মিক ভাবের অবসান হয়। মুসলমান সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় কত্থক নৃত্য প্রাসাদ ও দরবারের আড়ম্বরের প্রধান অঙ্গ হয়ে ওঠে। এমনকি এই নৃত্যধারায় প্রাচীন রূপ ও রীতির প্রায় সর্বাঙ্গীণ বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটে। এখানে আমরা সংস্কৃতি সমন্বয়ের একটা বিশেষ দিক দেখতে পাই। নৃত্যশৈলী, পোষাক ও অলঙ্কারে ইসলামীয় প্রভাব, কিন্তু কাহিনী অংশে এমনকি মুসলমান শিল্পীরাও রাধাকৃষ্ণের লীলা, রাস রচনা ও রূপদান করেছেন।

কত্থক নৃত্যধারার প্রথম শিল্পী রূপে দেবর্ষি নারদকে কল্পনা করা হয়। সঙ্গীত ও নাচের মাধ্যমে তিনি ত্রিভুবনে হরিগুণগান প্রচার করতেন। রাধাকৃষ্ণের ভক্তিবাদের প্রভাবে কত্থক নৃত্যধারা পরিপুষ্ট। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই নাচের পুনরুদ্ধার শুরু হ'ল এবং সেই সময় কত্থক নাচের দুটি ধারা— 'লক্ষ্ণৌ ঘরানা' ও 'জয়পুর ঘরানার' সৃষ্টি হ'ল। মন্দির থেকে দরবার— এই পরিক্রমায় মুসলমান সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় লক্ষ্ণৌ ঘরানা এবং রাজস্থানের হিন্দু রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় জয়পুর ঘরানা প্রধান নৃত্যশৈলী রূপে প্রতিষ্ঠালাভ করল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রখ্যাত কত্থকশিল্পী ঠাকুরপ্রসাদ লক্ষ্ণৌতে নবাব ওয়াজিদ আলি শাহের দরবারে প্রধান শিল্পী রূপে যোগদান করেন। তখন থেকেই লক্ষ্ণৌ ঘরানার সূচনা। নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ নৃত্যগীতের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি স্বয়ং ঠাকুর প্রসাদের কাছে নাচ শেখেন। জয়পুর ঘরানার

প্রবর্তক ভানুজী শিবভক্ত ছিলেন। জয়পুর ঘরানা রাজস্থানের হিন্দু রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রসার লাভ করলেও গুণগত বিচারে ও উৎকর্ষে লক্ষ্ণৌ ঘরানা অনেক সমৃদ্ধ। রায়গড়ের রাজা পরমবৈষ্ণব চক্রধর সিংহের দান কত্থক নৃত্যের পুনরুদ্ধার ও উৎকর্ষ সাধনে চিরস্মরণীয়।

নৃত্য সংগঠন ও প্রয়োগ বৈচিত্র্য অনুসারে কত্থক নৃত্যধারার নৃত্যাংশকে বারোটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। (১) গণেশ বন্দনা, (২) আমাডা, (৩) খাতা (৪) নটবরী, (৫) পরমেলু, (৬) পারাণ, (৭) ক্রমলয়, (৮) কবিতা, (৯) তোড়া, (১০) টুকরা, (১১) সংগীতা এবং (১২) পাধান।

ভারতীয় নৃত্যে রঙ্গবিঘ্ন শান্তির জন্য গণেশ বন্দনা এবং রঙ্গধিদেবতা স্তুতি অনুষ্ঠান প্রথমেই হয়। কত্থক নৃত্যেও এই গনেশ বন্দনা অনুষ্ঠান শাস্ত্রীয় রীতি অনুসরণ করে নৃত্যের সূচনা হয়। 'আমাডা'র অর্থ হ'ল প্রবেশ। এই অনুষ্ঠানের আগে দেহভঙ্গির সুষম বিন্যাসকরণ পদ্ধতিকে 'খাতা' বলা হয়। এই পর্যায়ে তালবাদ্য সমন্বয়ে নটবরী বোলের সঙ্গে প্রাথমিক অনুষ্ঠান হয়। 'পরমেলু' পর্যায়ে অঙ্গ ছন্দ ও সঙ্গীতের বৈচিত্র্যপূর্ণ মিলন ঘটে। পাখোয়াজের সাহায্যে যে গাম্ভীর্যপূর্ণ ধ্বনি সংগঠিত হয় তাকে বলা হয় 'পারানী'। 'ক্রমলয়' পর্যায়ে শিল্পী বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত ভেদে তাল বাদ্য সহযোগে পায়ের কাজের কুশলী প্রয়োগে চমক সৃষ্টি করে 'কবিতা' পর্যায়ে তাল-বাদ্যের সঙ্গে কবিতার আবৃত্তিতে সতর্কভাবে যুগ্ম ধ্বনির প্রয়োগ করে ছন্দ ও ধ্বনিকে তরঙ্গিত করে। 'তোড়া' ও 'টুকরা' হল বিভিন্ন তালের মিলনে ছন্দের বৈচিত্র্য সৃষ্টিকারী নৃত্য পদ্ধতি। বিভিন্ন প্রকার বোলের মাধ্যমে সঙ্গীত পরিবেশন করার পদ্ধতিকে 'সঙ্গীতা' বলা হয়। করতালি দিয়ে তাল নির্দেশ করে বোল দেবার পদ্ধতিকে 'পাধান' বলা হয়।

বর্তমান শতকের প্রথমভাগে, অধুনা বাংলাদেশের বরিশাল জেলার জমিদার প্যারিলাল রায়ের কন্যা শ্রীমতী মেনকা কত্থক নৃত্য পরিবেশন করে সমগ্র বিশ্বে এই নৃত্যকে পরিচিত করে তোলেন। ১৯৩৬ সালে বার্লিনে এই নৃত্য পরিবেশন করে তিনি প্রচুর খ্যাতি অর্জন করে। বর্তমানে লক্ষ্ণৌ ঘরানার উত্তর-সাধক রূপে শ্রী বিরজু মহারাজের অবদান সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

কুচিপুড়ি :

'কুচিপুড়ি' অন্ধ্রপ্রদেশে প্রচলিত একপ্রকার নৃত্যনাটিকা। ওডিশী, ভরতনাট্যম কিম্বা কত্থকের ন্যায় এই নৃত্য একক নৃত্য নয়। এই নৃত্য বৈষ্ণবধর্ম প্রভাবিত। এই নৃত্য কৃষ্ণা নদীর তীরে কুচিপুড়ি গ্রামের ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীর দ্বারা অনুষ্ঠিত হত। অন্ধ্রপ্রদেশের পরম বৈষ্ণব সিদ্ধেন্দ্র যোগী এই নাচের প্রবর্তক। কুচিপুড়ি নৃত্যনাট্যে আঙ্গিকের উপর বেশী জোর দেওয়া হয়। এই নাচে বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় নৃত্যের অনুশাসনগুলো নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে হয়। এই নাচে স্ত্রীলোকেরা অংশগ্রহণ করতেন না। পুরুষরাই

স্ত্রীর ভূমিকায় রূপদান করতেন। বিজয়নগরের রাজবংশ এই নৃত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। পূর্বে কৃষ্ণলীলা, সম্বন্ধীয় বিষয়গুলিকে নৃত্যনাট্যের মাধ্যমে পরিবেশন করা হত। পরবর্তীকালে অন্ধ্রপ্রদেশে ভাগবতধর্মের বহুল প্রচার শুরু হয়। যে বৈষ্ণবভক্তেরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে নাচ গানের মাধ্যমে ভাগবত ধর্মের প্রচার করতেন, সেই নাচগান থেকেই জন্ম নিয়েছে কুচিপুড়ি নৃত্য। এই নাচের ভাষা তেলেগু এবং সংস্কৃত। ভরতনাট্যমের মত এই নৃত্যেও পদম্, বর্ণম ও শব্দম এর প্রচলন আছে। শ্লোকম কুচিপুড়ির একক নৃত্যাভিনয়। এতে কত্থক নাচের সুস্পষ্ট প্রভাব আছে। কুচিপুড়ি নৃত্যের সঙ্গীত কর্নাটক রীতির। এই নাচের প্রধান গুরু হলেন শ্রী লক্ষীনারায়ণ শাস্ত্রী ও চিন্তা কৃষ্ণমূর্ত্তি। তাঁরা উভয়েই কুচিপুড়ি গ্রামের ব্রাহ্মণ।

এই নৃত্য সাধারণত মন্দির প্রাঙ্গনে অভিনীত হয়। অভিনয়ের আগেই একজন এসে হাস্যকৌতুক পরিবেশন করেন এবং তার পরেই অভিনেতারা রঙ্গমঞ্চে এসে গীতগোবিন্দ গান করে প্রার্থনা করেন এবং পরে কুচিপুড়ি মন্দিরের দেবী বাল ত্রিপুরা সুন্দরীর বন্দনা করেন। এই নৃত্যের শিল্পী হিসেবে বেদান্ত সত্যনারায়ণ, যামিনী কৃষ্ণমূর্ত্তি, রীতা দেবী ও ইন্দ্রানী রহমানের নাম উল্লেখযোগ্য।

১৮.৭ সারাংশ (তৃতীয় অংশ)

ওড়িশী :

ওড়িশাতে যে শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রচলন ছিল তার নাম ছিল 'ওড্র নৃত্য'। পরবর্তীকালে এই ওড্রনৃত্যই ওডিশী নাম ধারণ করে। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের উদয়গিরির হাতিগুম্ফার একটি ব্রাহ্মীলিপি থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে প্রাচীনকাল থেকেই এখানে নৃত্যের প্রচলন ছিল। ওডিশী নৃত্য প্রধানত লাস্য শ্রেণীর। তাই মেয়েরাই সাধারণত এই নাচ পরিবেশন করেন। শাস্ত্রে বর্ণিত চাররকমের অভিনয়ই এই নাচে দেখা যায়। বিশেষ করে লালিত্য ও ত্রিভঙ্গি এই নাচে প্রাধান্য লাভ করেছে। এই নাচের প্রধান অনুষ্ঠানগুলো হ'ল (১) ভূমি প্রণাম, (২) বিঘ্নরাজ পূজা (৩) বটু নৃত্য, (৪) ইষ্ট দেবতা বন্দনা, (৫) স্বরপল্লবী নৃত্য, (৬) সাভিনয় নৃত্য এবং (৭) তরিঝম্।

কত্থক :

কত্থকরা উত্তরভারতের এক নৃত্যগোষ্ঠী। রামায়ণ, মহাভারত, পৌরাণিক এবং কিংবদন্তীমূলক-কাহিনীগুলোকে এরা নাচ, গান ও অভিনয়ের মাধ্যমে পরিবেশন করতেন। মোগল আমলে এই নাচের অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটে কিন্তু এর আধ্যাত্মিক ভাবের অবসান হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এর পুনরুদ্ধার শুরু হয় এবং তখন থেকেই

এর দুটি ধারা— লক্ষ্ণৌ ঘরানা এবং জয়পুর ঘরানার সৃষ্টি হয়। নৃত্য সংগঠন ও প্রয়োগ বৈচিত্র্য অনুসারে কত্থক ধারার নৃত্যাংশকে বারোটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়।

কুচিপুড়ি :

কুচিপুড়ি নৃত্য অন্ধ্রপ্রদেশে প্রচলিত একপ্রকার নৃত্যনাটিকা। এই নৃত্য বৈষ্ণবধর্ম প্রভাবিত। কুচিপুড়ি গ্রামের পরম বৈষ্ণব সিদ্ধেন্দ্র যোগী এই নৃত্যের প্রবর্তক। এই নৃত্যে শাস্ত্রীয় অনুশাসনগুলো নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে হয়। শুধু পুরুষরাই এই নাচে অংশগ্রহণ করেন। পূর্বে কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধীয় বিষয়গুলো নৃত্যনাট্যের মাধ্যমে পরিবেশন করা হত। পরবর্তীকালে ভাগবত ধর্ম প্রচারের নাচ-গান থেকেই জন্ম নিয়েছে এই নৃত্য। এই নৃত্য মন্দির অভিনীত হয়। অভিনেতারা প্রথমে গীতগোবিন্দ গান করেন এবং পরে কুচিপুড়ি মন্দিরের দেবী বাল ত্রিপুরা সুন্দরীর বন্দনা করেন।

অনুশীলনী— ৩

নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর হয়ে গেলে ৭৪ পাতার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১] নিচে প্রদত্ত প্রশ্নসমূহের দেওয়া সম্ভাব্য উত্তরগুলি থেকে বেছে সঠিক উত্তরটির পাশে √ চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করুন।

(ক) পূর্বে ওড্র নৃত্য নামে যে শাস্ত্রীয় নৃত্যের পরিচিতি ছিল তা ছিল মূলতঃ
- (১) উত্তর ভারতের
- (২) উড়িষ্যার
- (৩) অন্ধ্রপ্রদেশের
- (৪) মহারাষ্ট্রের

(খ) কলিঙ্গরাজ খারবেলের নৃত্য গীতি কুশলতার প্রমাণ মেলে
- (১) কুচিপুড়িতে,
- (২) খণ্ড গিরিতে,
- (৩) উদয় গিরিতে,
- (৪) রত্ন গিরিতে

(গ) আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক, এই চার প্রকার অভিনয় দেখা যায়
- (১) কত্থক নৃত্যে
- (২) কুচিপুড়ি নৃত্যে
- (৩) ওড়িশী নৃত্যে

(৪) লক্ষ্ণৌ ঘরানায়

(ঘ) ওড়িশী নৃত্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়
(১) কটিতে
(২) হস্তে
(৩) গ্রীবায়
(৪) পায়ের গোড়ালিতে

(ঙ) শিল্পী ত্রিভঙ্গ ভঙ্গির আশ্রয়ে বন্দনা সূচক অভিনয় করেন
(১) বটুনৃত্য অংশে
(২) স্বর পল্লবী নৃত্য অংশে
(৩) ভূমিপ্রণাম অংশে
(৪) সাভিনয় নৃত্য অংশে

(চ) বটুক ভৈরবের মহিমা প্রচারের জন্য অনুষ্ঠিত হয়
(১) বিঘ্নরাজপূজা
(২) তরিঝম্
(৩) সাভিনয়
(৪) বটু নৃত্য

(ছ) ওড়িশী নৃত্যানুষ্ঠানের একজন জনপ্রিয় শিল্পীর নাম
(১) শ্রীমতী সংযুক্তা পানিগ্রাহী
(২) ঠাকুর প্রসাদ
(৩) শ্রীমতী মেনকা
(৪) চিন্তা কৃষ্ণমূর্তি

(জ) মোগল আমলে কোন নাচের আধ্যাত্মিকতার অবসান হয়
(১) মণিপুরী
(২) ওড়িশী
(৩) কথক
(৪) ভরত নাট্যম

(ঝ) কথক নৃত্যধারার প্রথম শিল্পী হিসেবে কল্পনা করা হয়
(১) দেবর্ষি নারদকে
(২) ইন্দ্রকে
(৩) ভরত মুনিকে
(৪) নটরাজকে

(ঞ) লক্ষ্ণৌ ঘরানার পুষ্টিসাধন হয়
(১) হিন্দুরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায়

(২) ব্রিটিশদের পৃষ্ঠপোষকতায়

(৩) মুসলমান সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায়

(৪) সাধারণ মানুষের পৃষ্ঠপোষকতায়

(ট) ভানুজী প্রবর্তক ছিলেন

(১) জয়পুর ঘরানার

(২) ওড়িশি নৃত্যের

(৩) লক্ষ্ণৌ ঘরানার

(৪) কুচিপুড়ি নৃত্যের

(ঠ) কত্থক নৃত্যধারার নৃত্যাংশকে ভাগ করা হয়

মূলতঃ

(১) আটটি পর্যায়ে

(২) ষোলটি পর্যায়ে

(৩) দুটি পর্যায়ে

(৪) বারোটি পর্যায়ে

(ড) বিভিন্ন প্রকার বোলের মাধ্যমে সঙ্গীত পরিবেশন করার পদ্ধতিকে বলা হয়

(১) সঙ্গীতা

(২) প্রধান

(৩) খাতা

(৪) পারান

(ঢ) কত্থক নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী মেনকার জন্মস্থান

(১) পশ্চিমবঙ্গ

(২) বরিশাল

(৩) মণিপুর

(৪) জয়পুর

(ণ) কুচিপুড়ি নৃত্যের প্রবর্তক

(১) শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ শাস্ত্রী

(২) শ্রী বিরজু মহারাজ

(৩) চিন্তা কৃষ্ণমূর্তি

(৪) সিদ্ধেন্দ্র যোগী

(ত) কুচিপুড়ি নৃত্য অভিনীত হয়

(১) গ্রামে-গ্রামে

(২) দরবারে

(৩) সামাজিক অনুষ্ঠানে

(৪) মন্দিরে প্রাঙ্গনে

সারসংক্ষেপ

প্রাচীন কাল থেকেই যে ভারতবর্ষে নৃত্যের চর্চা হয়ে আসছে ভরতমুনি রচিত নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থখানি তার প্রমাণ। কথিত আছে যে ব্রহ্মা চার বেদ থেকে উপাদান সংগ্রহ করে নাট্যবেদ রচনা করেছিলেন। এবং শিব বিশ্বের প্রথম নাচ নেচেছিলেন। তাই শিবকে নটরাজ বলা হয়। ভরত রচিত নাট্যশাস্ত্রের কিছু মৌলিক নীতির উপর ভিত্তি করে ভারতীয় নৃত্যরীতি গড়ে উঠেছে। তিনি নৃত্যকে তিনটি রূপে কল্পনা করেছেন। যথা— নৃত্ত, নৃত্য এবং অভিনয়। ভরতনাট্যম ও কত্থক নৃত্য শ্রেণীর মনিপুরী নৃত্য শ্রেণীর এবং কথাকলি অভিনয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। শাস্ত্রীয় নৃত্যের বৈশিষ্ট্য হল হস্তমুদ্রার প্রয়োগ।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই নগরে নৃত্যের প্রচলন হয়ে আসছে বলে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। পৃথিবীর নাচের বিভিন্ন অঞ্চলের আদিবাসীদের নৃত্যের মধ্যে একটা বিস্ময়কর মিল দেখতে পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক শক্তিকে অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন দেবতা বা অপদেবতা মনে করে তাদের সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকারের অঙ্গভঙ্গি থেকে আস্তে আস্তে গড়ে ওঠে নৃত্যকলা।

পরবর্তীকালে এই শিল্প সমাজের অপরিহার্য অঙ্গ রূপে পরিগণিত হয়। কিন্তু বারবার বিদেশী আক্রমণ ও মুসলমান রাজত্বকালে এই শিল্প বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। সন্দেহযোগ্য কিছু কিছু লোকের হাতে পড়ে এই শিল্প কলুষিত হওয়ার ফলে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা এই শিল্পকে পরিত্যাগ করে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় হৃতসংস্কৃতিকে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করা হয়। এই প্রচেষ্টার প্রথম প্রবর্তক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শান্তিনিকেতনে নৃত্যচর্চার সঙ্গে সঙ্গে নাচের নিন্দা কমতে শুরু করে। বর্তমানে ভারতবর্ষে যেসমস্ত নৃত্য প্রচলিত তাদের প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা লোকনৃত্য ও মার্গী-নৃত্য। যে নৃত্য পরিবেশন কালে শাস্ত্রে বর্ণিত নিয়মপালন করতে হয় না তাকে লোকনৃত্য বলা হয়। এবং যে নৃত্য পরিবেশনের সময় শাস্ত্রীয় নিয়ম নিষ্ঠা ও কঠোরতার সঙ্গে পালন করা হয় তাকে বলা হয় মার্গী নৃত্য বা শাস্ত্রীয় নৃত্য। ভারতবর্ষে ছয় প্রকারের শাস্ত্রীয় নৃত্য প্রচলিত যথা— (১) ভরতনাট্যম, (২) কথাকলি (৩) মণিপুরী (৪) ওড়িশী (৫) কত্থক এবং (৬) কুচিপুড়ি।

কর্নাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ ও মাদ্রাজ অঞ্চলে প্রচলিত দাসী আট্টম বা দেবদাসী নৃত্যের নতুন নাম ভরতনাট্যম। মন্দিরে অনুষ্ঠিত নাচ থেকেই এর উৎপত্তি। কিন্তু আজকাল এই নাচ মঞ্চে আর মজলিশেও পরিবেশন করা হয়। সাধারণত একজন স্ত্রীলোক এই নৃত্য পরিবেশন করেন। মৃতপ্রায় দাসী আট্টম মাদ্রাজের শ্রীকৃষ্ণ আয়ারের অক্লান্ত

পরিশ্রমে এবং শ্রীমতী রুক্মিণী দেবীর নৃত্য নিপুণতায় বর্তমান সমাজে ভরতনাট্যম নামে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই নৃত্যকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা— আল্লারিপু, যতিস্বরম, শব্দম, বর্ণম, পদম ও তিল্লানা।

কেরালার মালাবার অঞ্চলের এই কথাকলি নৃত্য সারা দেশে এক উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে। এই নৃত্য এক ধরনের মুকাভিনয়। প্রথমে শুধু রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে এই নৃত্য পরিবেশিত হত বলে এর নাম ছিল রামনাট্যম। পরবর্তী কালে পৌরাণিক ও কিংবদন্তীমূলক কাহিনীকেও এর অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং এর নাম পরিবর্তন করে কথাকলি রাখা হয়। এই নাচে চব্বিশটি মুখ্য মুদ্রা ও অনেক উপমুদ্রার ব্যবহার আছে।

মণিপুরের ধর্মীয় নৃত্যগুলিকে একত্রে 'মণিপুরী নৃত্য' নামে অভিহিত করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মণিপুরী শৈলীর প্রধান নাচ হ'ল রাসনৃত্য। রাসনৃত্যকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা— মহারাস, কুঞ্জরাস, বসন্তরাস, গোপরাস ও নৃত্যরাস। এগুলো সবই রাধাকৃষ্ণের কাহিনী অবলম্বনে পরিবেশিত হয়। মণিপুরের প্রাচীনতম নৃত্যের নাম 'লাইহারাউবা'। এই নৃত্যের রূপদাতা ছিলেন খম্বা ও থৈবী। মণিপুরী নাচের ওপর একটি ভাগ হ'ল চোলম। মৃদঙ্গ ও করতাল নিজে বাজিয়ে সেই ছন্দে নৃত্য করা চোলমের বিশেষত্ব।

ওড়িশাতে প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত ওড্রনৃত্যই পরবর্তীকালে ওড়িশী নাম ধারণ করে। ওড়িশী নৃত্যলাস্য শৈলীর। তাই সাধারণত মেয়েরাই এই নৃত্য পরিবেশন করেন। শাস্ত্রে বর্ণিত চার প্রকারের অভিনয় (ক) আঙ্গিক, (খ) বাচিক, (গ) আহার্য ও (ঘ) আত্ত্বিক এই নাচে পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে লালিত্য ও ত্রিভঙ্গি এই নাচের বৈশিষ্ট্য। এই নাচের প্রধান অনুষ্ঠানগুলো হ'ল— (১) ভূমিপ্রণাম, (২) বিঘ্নরাজ পূজা, (৩) বটুনৃত্য, (৪) ইষ্টদেবতা বন্দনা, (৫) স্বর পল্লবী নৃত্য, (৬) সাভিনয় নৃত্য এবং (৭) তারিঝম্ নৃত্য।

কত্থক উত্তর ভারতের একটি জনপ্রিয় নৃত্য। আগে রামায়ণ, মহাভারত, পৌরাণিক ও কিংবদন্তীমূলক কাহিনীগুলোকে নাচ, গান, এবং অভিনয়ের মাধ্যমে পরিবেশন করা হত মোগল আমলে এই নৃত্যের অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটে, কিন্তু এর আধ্যাত্মিকতার অবসান হয়। এই নাচ শুধু সস্তা প্রমোদের বস্তু হয়ে দেখা দেয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই নাচের পুনরুদ্ধার শুরু হ'ল এবং তখন থেকেই এর দুটি ঘরানা-লক্ষ্ণৌ ঘরানা এবং জয়পুর ঘরানার সৃষ্টি হল। অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ্ আলী শাহ লক্ষ্ণৌ ঘরানার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এবং রাজস্থানের হিন্দু রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠল জয়পুরে ঘরানা। নৃত্য সংগঠন ও প্রয়োগবিধির বৈচিত্র্য অনুযায়ী এই নৃত্যকে বারোটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়।

অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণা নদীর তীরে অবস্থিত কুচিপুড়ি গ্রামের ব্রাহ্মণদের দ্বারা প্রচলিত একপ্রকার নৃত্যনাটিকার নাম কুচিপুড়ি নৃত্য। এই নৃত্য বৈষ্ণবধর্ম প্রভাবিত। এতে

স্ত্রীলোকেরা অংশগ্রহণ করেন না— পুরুষেরাই স্ত্রীর ভূমিকায় অংশ নিতেন। এই নৃত্যের প্রবর্তক ছিলেন সিদ্ধেন্দ্র যোগী। এই নৃত্যে শাস্ত্রীয় অনুশাসন নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা হয়।

অনুশীলনী— ৪

নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর হয়ে গেলে ৫৭ পাতার উত্তর সংকেত মিলিয়ে দেখুন।

১) 'নৃত্য' মানে 'নাচ' এইভাবে দেওয়া শব্দগুলো সমার্থক শব্দ লিখুন।

(ক) প্রাচীন (খ) নিষ্ঠা

(গ) গ্রন্থ (ঘ) প্রমোদ

(ঙ) প্রয়াস (চ) সমগ্র

(ছ) বাচনভঙ্গী (জ) প্রয়োগ

(ঝ) বিস্ময় (ঞ) আবাহন

১৮.৯ নির্বাচিত পাঠ্য

আপনারা লাইব্রেরীতে গিয়ে এই ধরনের লেখা বই খুঁজে বার করুন এবং পড়ুন।

১৮.১০ উত্তর সংকেত

অনুশীলনী—১

১)

(ক) ব্রহ্মা (খ) নাট্য শাস্ত্র (গ) ভাব্-রসতত্ত্ব (ঘ) যুদ্ধ বিষয়ক

(ঙ) বিদেশী আক্রমণ

২).

(ক) ভুল (খ) ভুল (গ) ভুল (ঘ) ঠিক

(ঙ) ভুল (চ) ভুল (ছ) ঠিক (জ) ঠিক

(ঝ) ঠিক (ঞ) ঠিক

অনুশীলনী— ২

১)

(ক) শব্দম (খ) বর্ণম (গ) আল্লারিপু (ঘ) রামনাট্যম

(ঙ) উভয়ের সংমিশ্রণ (চ) লাইহারাউবা

২)

(ক) ঠিক (খ) ভুল (গ) ঠিক (ঘ) ভুল

(ঙ) ঠিক (চ) ঠিক (ছ) ঠিক (জ) ভুল

(ঝ) ঠিক (ঞ) ঠিক (ট) ভুল (ঠ) ভুল

(ড) ভুল (ঢ) ঠিক

অনুশীলনী— ৩

১)

(ক) ওড়িশায় (খ) উদয়গিরিতে (গ) ওডিশী (ঘ) পায়েব গোড়ালিতে

(ঙ) ভূমি প্রণাম অংশে (চ) বটুনৃত্য (ছ) সংযুক্তা পানিগ্রাহী (জ) কত্থক

(ঝ) নারদ (ঞ) মুসলমান সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় (ট) জয়পুর ঘরানার (ঠ) বারোটি পর্যায়ে

(ড) সঙ্গীতা (ঢ) বরিশালে (ণ) সিদ্ধেন্দ্র যোগী (ত) মন্দির প্রাঙ্গণে

অনুশীলনী— ৪

১)

(ক) পুরনো (খ) মনোযোগ ভক্তি (গ) বই (ঘ) আনন্দ

(ঙ) চেষ্টা (চ) সমস্ত (ছ) কথা বলার ধরণ (জ) ব্যবহার

(ঝ) অবাক (ঞ) আমন্ত্রণ